R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

ক্রাল-এর সহযোগিতায় তৈরী
সারদা বাইরন-এর
হোমিও ঔষধ পাওয়া যায়
কেয়ার এণ্ড কিওর হোমিও
সেণ্টার
গাড়ীঘাট
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ

৭৫ বর্ষ ৪১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৫ সাল। ৮ই মার্চ, ১৯৮৯ সাল। | মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে প্রতারণার জাল বোনা হয়েছে বলে সন্দেহ

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর শহরে প্রশাসনের চোখের উপর বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে জাল কাজ কারবার চালাচ্ছেন একটি সংস্থা। মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল অফ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার নামে এই সংস্থাটির প্রধান কার্য্যালয়ের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে পিয়ারাপুর গ্রাম, সম্মতিনগর ডাকঘর এবং সরকারী রেজিষ্ট্রেশন হিসাবে একটি অম্বর উল্লেখ করা হয়েছে—রেঃ নং এস/৪৫২১৮। প্রচার করা হয়েছে এই সংস্থা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার কর্মসূচী অনুযায়ী প্রাক্ প্রাইমারী শিক্ষার প্রয়োজনে জেলার বিভিন্ন স্কুল গৃহে শহর ও গ্রামের শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে। প্রতিটি কেন্দ্রে তিনজন কর্মী থাকবেন। একজন ম্যাট্রিক ও তদ্‌উর্দ্ধ পাশ বেতন ২৫০ টাকা, একজন নন্ ম্যাট্রিক বেতন ২০০ টাকা এবং একজন স্বল্প শিক্ষিত হেলপার বেতন ৯০ টাকা। তবে আবেদনকারীদের প্রত্যেককে সর্বপ্রথম সমিতির সদস্য হবার জন্য আবেদন করতে হবে। সদস্য ফরমের দাম ১০ টাকা। তারপর ১৭০ টাকা (২য় পৃষ্ঠায়)

সন্দেহজনক 'রিগগাল' এর তিনটি অ্যাম্পুল জঙ্গিপুর মহকুমায় এসেছে

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ১ মার্চ ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ ড্রাগস কণ্ট্রোল, বহরমপুর রিজিওন্যাল ডিভিসন থেকে জনৈক অফিসারের রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় মনোরমা মেডিক্যাল হলে আসা নিয়ে শহরে ঔষধ বিক্রেতাদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। খবরে প্রকাশ, উক্ত অফিসার এইডস্ জীবাণুবাহী 'রিগ গাল' অ্যাম্পুলের খোঁজে মনোরমায় হানা দেন। বেশ কিছুদিন ধরে মহারাষ্ট্রের 'বায়োজেনিক' কোম্পানীর মানব শরীরের রক্ত থেকে প্রস্তুত রিগগাল ইনজেকসন অ্যাম্পুলকে কেন্দ্র করে কলকাতা তোলপাড় হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর সম্প্রতি ঘোষণা করেন যে রিগগালের কিছু অ্যাম্পুল মুর্শিদাবাদে চালান গিয়েছে। কানন ফার্মসীর লাইসেন্স নং দেখিয়ে ২০টি অ্যাম্পুল বায়োজেনিকের কলকাতার পরিবেশক ওয়েল ওয়ার্থের কাছ থেকে ঐ অ্যাম্পুলগুলি কেনা হয়। কিন্তু তদন্তে জানা যায় বহরমপুরে (৩য় পৃষ্ঠায়)

দলগত ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হাইকোর্টের আদেশ মানা হয়নি

জঙ্গিপুর : সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের গণ্ডগোল মেটাতে জেলাশাসক গত ৭-২-৮৯ তারিখের মেমো নং ৩০৩(২) পন এ কুরবান আলিকে প্রধানের কাজ চালাবার জন্য আদেশ দিয়ে বি ডি ও রঘুনাথগঞ্জ ২ কে অবিলম্বে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করতে বলেন। আদেশানুযায়ী বি ডি ও তাঁর মেমো নং ১৯৯/১ তারিখ ৯-২ ৮৯ এ পূর্বতন কংগ্রেসী প্রধান সোনা মিঞাকে ১৫-২-৮৯ বেলা ১১-৩০ মিঃ মধ্যে কুরবান আলিকে প্রধানের চার্জ বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। এবং ব্লকের ই ও পিকেও চার্জ দেবার দিন পঞ্চায়েত অফিসে উপস্থিত থাকতে বলেন। ঐ একই আদেশে বি ডি ও কুরবান আলিকে ২৮-২-৮৯ মধ্যে নতুন প্রধান ও উপপ্রধানের নির্বাচন করারও নির্দেশ দেন। এ দিকে সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান-পাকুড় রাস্তা জবরদখলে সঙ্কীর্ণ

ধুলিয়ান : ধুলিয়ান পাকুড় বহু পুরাতন রাস্তাটি এমনিতেই সঙ্কীর্ণ। তার উপর বর্তমানে এর দুপাশে খাসজমি জবরদখল করে গড়ে উঠেছে বেআইনী দোকান ঘর। ফলে রাস্তার পরিসর ছোট হয়ে যান চলাচল দুর্ঘট হয়ে পড়েছে। সাধারণের অভিযোগ, পি ডব্লুর ডির একশ্রেণীর কর্মচারীর যোগসাজশে দিন দিন অবস্থা আরোও ঘোরালো হয়ে উঠছে। সরকার ১৯৫৪-৫৫ সালে রতনপুর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী রাস্তাসহ বেশকিছু জমি অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৭৮ সালে এক মামলায় জনৈক জবেদ আলি জাফরাবাদ মৌজার ৭৯ নং দাগের জমির মালিকানা প্রাপ্ত হন। অন্য-দিকে দেখা যায় ৪৬ নং দাগের গর্ত ভর্ত্তি করে বাড়ী তোলা হচ্ছে। এইভাবে রাস্তা তৈরীর জন্য অধিগৃহীত প্রায় সব জমিই সরকারী দখল থেকে অন্য (৩য় পৃষ্ঠায়)

শিশু বিকাশ প্রকল্পে শিশুরাই অবহেলিত

সাগরদীঘি : গত ২২ ফেব্রুয়ারী সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের প্রজেক্ট অফিসার মনিগ্রাম এলাকার কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখেন সেগুলি সবই বন্ধ এবং কোন কর্মীর উপস্থিতি তাঁর চোখে পড়ে না। স্থানীয় মানুষেরা অভিযোগ করেন অঙ্গনাদিরা দীর্ঘ-দিন ধরে কাজে অবহেলা করে চলেছেন। তাঁরা ঠিকমত কেন্দ্রে আসেন না। শিশু খাদ্য সঠিকভাবে ব্লক অফিসে আনা হলেও তা কোনদিনই শিশুদের সরবরাহ করা হয় বলে কেউ জানেন না। প্রাক্ প্রাইমারী শিক্ষা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচীও সম্পূর্ণ অবহেলিত।

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৯৫ সাল

॥ প্রশ্ন ॥

রাজনীতি এমন স্তরের জিনিস, যাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব নামক গুণটির চিহ্নমাত্র থাকার কথা অবান্তর। যে কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী ধৌত তুলসীপত্র নহেন। রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হেন অপকর্ম নাই যাহা সৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ জীব করিতে পশ্চাৎপদ হন।

আমাদের এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ স্বীকৃত। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার, স্বাধীনভাবে ভোট দানের অধিকার ইত্যাদি দেশের নাগরিকগণ বিনা বাধায় ভোগ করিতে পারেন। নির্বাচন প্রসঙ্গ স্বভাবতই আসিয়া পড়িতেছে। লোকসভার, বিধানসভার, পুরসভার, পঞ্চায়েত ইত্যাদি নানা নির্বাচন অধুনা দেশকে কর্মচঞ্চল ও উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে। আর সেই সুবাদে রাজনৈতিক মুনাফা লুটিবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি তাঁহাদের বাহনগুলির মাধ্যমে সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালাইতে তৎপর হন।

ফল হয় কি? জোর-জুলুম খাটাইয়া, সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাইয়া, কিছু নিরপরাধের রক্তপাত ঘটাইয়া 'মোটামুটি শান্তিপূর্ণ' অথবা 'নির্বিঘ্ন' নির্বাচনের জন্য জনগণকে অভিনন্দিত করা হয়। কেন না জনগণ অভিনন্দনজ্ঞাপনকারী দলকে ভোট দিয়াছেন।

প্রশ্ন এই যে, যতই কেন প্রচার করা হউক, জনগণ কি সুস্থ চিত্তে সর্বত্র ভোট দিতে পারেন? যদি তাহা হয়, তবে বুথ দখলের ঘটনা ঘটে কেন? প্রক্সি ভোটিং হয় কেন? ভোট কেন্দ্রের কর্মীরা তটস্থ থাকেন কেন? ভোট গ্রহণ চলাকালে রাস্তায় বোমাবাজি, প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা-পিস্তল লইয়া ছুটাছুটি চলে কেন? পুলিশ স্বকর্তব্য ভুলিয়া স্থাণুবৎ থাকেন কেন? বোমার আঘাতে নিরপরাধ পানওয়ালা ইত্যাদি মানুষকে মরিতে হয় কেন? সাংবাদিক বা চিত্র সাংবাদিক নিগৃহীত হন কেন?

এখন 'অল্ কোয়ায়েট্ অন্ দা' ভোটিং ফ্রন্টস্। অশ্রু ত বিসর্জনের জন্যই, অতএব উহার বর্ষণ চলুক; মারাত্মক জখমীকে মৃত্যুর সঙ্গে ত পাঞ্জা লড়িতেই হইবে, অতএব তিনি লড়াই করুন, পুলিশকে মনোমত রিপোর্ট দিতেই হইবে, অতএব তাহা দেওয়া হউক; নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা গিয়াছে, অতএব আনন্দোল্লাস চলুক; জনগণ পছন্দমত ভোট দিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের অভিনন্দন জানান হউক। কিন্তু সর্বোপরি যে পরিপ্রেক্ষিতে ভোট যুদ্ধ চলে তাহা কি মনুষ্যত্বোচিত?

গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আইনের কিছু পরিবর্তন হইলে সন্ত্রাসের রাজত্ব থাকে না, নিরপরাধকে বোমা-গুলিতে প্রাণ দিতে হয় না, ভোটের দিন এলাকাগুলিতে বোমাবাজি, পিস্তল, পাইপগান প্রভৃতির ব্যবহার থাকে না। কবে সেদিন আসিবে যেদিন মানুষ নিরাপদে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং ভোট প্রার্থীদেরও জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে না?

বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লাগবে ট্রেনিং ফি বাবদ এবং ২৫০ টাকা লাগবে সমিতিতে ভর্ত্তি হবার জন্য। অবশ্য সরকারী সাহায্য পাওয়া গেলে প্রত্যেক শিক্ষককে ট্রেনিং এর ২৭০ টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষকতার জন্য মহিলা ছাড়া নিয়োগ পত্র দেওয়া হবে না। তবে সমাজ সেবার ক্ষেত্রে সাহায্য করার ইচ্ছা নিয়ে যে কেউ ১২ টাকা দিয়ে সমিতির সদস্য পদ নিতে পারেন। কার্যকরী সদস্য হতে গেলে সেই সাধারণ সদস্যকে অপর ছয়জন সদস্য যোগাড় করে মোট সাতজনের ১২ × ৭ অর্থাৎ ৮৪ টাকা সমিতিকে দিতে হবে। বেকারত্বের এই যুগে শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমিতির সদস্য হবার ও শিক্ষিকার আবেদন নিয়ে সমিতির দপ্তরে ও গ্রাম কেন্দ্রগুলিতে মহিলাদের ব্যাপক ভীড় দেখা যাচ্ছে। অন্য দিকে এই সংস্থা সরকারের স্বীকৃত কি না সে সম্বন্ধে শিক্ষিত মহলে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের বক্তব্য হলো, কারো কাছ থেকে কোন অভিযোগ না পাওয়ায় তাঁরা এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। শাসন বিভাগের কর্তাদেরও অভিমত তাই। অর্থাৎ তাঁদের কথা মানুষকে প্রতারিত করে যদি কেউ লক্ষ টাকাও উপার্জন করেন, তবুও অভিযোগ না পেলে তাঁরা কিছু করতে পারবেন না। বলিহারী যুক্তি! আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি এ ব্যাপারে তদন্ত চালিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে এ কথা বেশ বুঝতে পারা যায় আইনের রক্ষা কবচের আড়ালে ঐ চক্র বহু মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে চলেছেন। সংস্থাটির যে রেজিষ্ট্রেশন র'য়েছে তা সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন আইনের ১৯৬১ এর ২৬ ধারা অনুযায়ী ১৯৮৬ তে অর্জিত হয়। পরবর্তীতে ঐ রেজিষ্ট্রেশন আর রিনিউ হয়নি বলে খবর। তৎকালীন পরিকল্পনানুযায়ী ঠিক হয় যে ঐ রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষমতাধারী সংস্থা একটি শিশু হাসপাতাল তৈরী করবেন। কিন্তু সে সময়েও বেশ কিছু টাকা তুলেই সমিতি চুপচাপ হয়ে যান। এবার নব পর্য্যায়ে যে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার স্কীম নেওয়া হয়েছে তার জন্য ঐ একই রেজিষ্ট্রেশনের কোলে আশ্রয় নিয়ে একটি নতুন কমিটি গঠন হয়েছে। সভাপতি জনৈক প্রফেসর যদুনাথ দাস। সহঃ সভাপতি জোতকমল স্কুলের শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ সিংহ। সম্পাদক কনক দাস, সহঃ সম্পাদক তপন দাস (কনকের সহোদর), কোষাধ্যক্ষ মাধব দাস (মামাতো ভাই) এবং কনকের ভগ্নীপতি বোন ও অন্যান্য নিকট আত্মীয় ৯ জন সদস্য নিয়ে কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। খবরে আরো জানা যায়, বিশ্বহিন্দু পরিষদের ঘোড়শালা প্রখণ্ডের জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি বাসুকীনাথ মিশ্র এই সমিতির হেলপারদের ট্রেনিং অর্গানাইজ করার জন্য ১১৪টি ইউনিটের ভার পেয়েছেন। একমাত্র মির্জাপুর ছাড়া এ মহকুমায় প্রায় সব কটি সেন্টারের তিনিই নাকি অর্গানাইজার। রঘুনাথগঞ্জ শহরের হরিজন প্রাইমারী স্কুলে কেন্দ্রের কার্যকরী সদস্য হিসাবে নিযুক্তি পেয়েছেন জনৈক গিরীন্দ্র কুমার দে। আমাদের দপ্তরে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে গিরীন্দ্র দে কে দেওয়া সোসাইটির যে চাঁদার রসিদের জেরস কপি রয়েছে তাতে দেখা যায় সাতজন সদস্যের কেন্দ্র কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে তাঁর কাছ থেকে সমিতি ৮৪ টাকা নিয়ে ১৩-২-৮৯ তারিখে ৪২নং রসিদটি দিচ্ছেন। সেক্রেটারী হিসাবে রসিদে সহি রয়েছে কে, দাসের। গিরীনবাবু আইনানুযায়ী যে ৬ জনের কাছ থেকে ১২ টাকা করে নিয়ে সদস্য করেছেন সেই রসিদগুলিতে কিন্তু কোন ক্রমিক সংখ্যা বা তারিখ নেই। শুধু মাত্র সেক্রেটারী হিসাবে কে, দাসের সহি আছে। সদস্যরা হলেন—শম্পা দে গোডাউন কলোনী, কাশীরাম দাস জঙ্গীপুর হাসপাতাল, মহাদেব হালদার গোডাউন কলোনী, শশীনাথ হালদার গোডাউন কলোনী, সুকুমার দাস, বালিঘাটা এবং অশোককুমার সাহা গোডাউন কলোনী। বিস্ময়ের কথা অশোককুমার সাহা গোডাউন কলোনী পুরসভার সি পি আই সমর্থিত একজন কমিশনার এবং সি পি আই এর লোকাল কমিটির সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য। সম্পাদক কনক দাস সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানা যায় তিনি ১৯৭৭-৭৮ সালে রামকৃষ্ণ শিল্প খাদি সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৯৭৯-৮০ তে খাদি সংস্থা থেকে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট পান। কিন্তু কয়েক বছরেই সেই সমিতির ভরাডুবি ঘটে। বর্তমানে তার

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাঃ হেড গেওয়ার জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন

রঘুনাথগঞ্জঃ গত ৩ মার্চ আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেড গেওয়ারের জন্ম-শতবর্ষ পুর্তি উপলক্ষে এক হিন্দু সম্মেলনে ভাষণ দেন অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ কে, এস, সুদর্শনজী। সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে জাঁকজমক পূর্ণ মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সাগরদীঘি: গত ২৬ ফেব্রুয়ারী নবগ্রাম ব্লকের গুড়া তরুণ সমিতির পরিচালনায় জেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আযোজন হয়। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধিরা সঙ্গীত, বিতর্ক, হাস্যকৌতুক প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, গুড়া স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক, কলেজ অধ্যাপক ও ছাত্ররা এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। সভাপতি জেলাশাসক দেবাদিত্য চক্রবর্ত্তী সকল প্রতিযোগিদের পুরস্কৃত করেন। সাগরদীঘির সান্ত্বনা ধারা নজরুল সঙ্গীতে বিশেষ স্থান অধিকার করেন। সভাপতির ভাষণে জেলা শাসক বলেন গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হওয়ায় তিনি আনন্দিত ও গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়ের এ ধরনের মনোভাবের তিনি প্রশংসা করেন।

সন্দেহজনক রিগগাল

(১ম পাতার পর)

কানন ফার্মেসীর বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই। ১০/১২ বছর আগে ঐ লাইসেন্স তামাদি হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে মুর্শিদাবাদে ঐ অ্যাম্পুলগুলির খোঁজ নিতে ড্রাগস্ কন্‌ট্রোল বিভাগকে আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এই কুড়টি অ্যাম্পুলের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তবে কোন সূত্র থেকে জানা যায়, তিনটি অ্যাম্পুল নাকি জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রবেশ করেছে। সেই সূত্র ধরে উক্ত অফিসার মনোরমা মেডিক্যাল হলে হাজির হন। মনোরমার মালিক অজিত দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন তাঁরা ক্যাশ মেমো নিয়ে গত ১ ফেব্রুয়ারী বহরমপুরের শ্রীনন্দন মেডিক্যাল ষ্টোরস্ থেকে একটি অ্যাম্পুল ক্রয় করেন। যার ব্যাচ নং ৪৪:৬৮। ওষুধটি জঙ্গিপুর হাসপাতালের রোগী জনৈকা পাঞ্চালী দাস, স্বামী স্বপনকুমার দাসকে বিক্রি করা হয়। হাসপাতালে অনুসন্ধান করে জানা যায় স্বপন দাস জঙ্গিপুর ব্যারেজ অফিসের একজন কর্মী। ১৭ ফেব্রুয়ারী ডেলিভারীর পূর্বে পাঞ্চালীকে ওই ইনজেকশন দেন ডাঃ অনিরুদ্ধ সামন্ত। ড্রাগ কনট্রোলারের প্রতিনিধি অজিত দাসকে রোগীসহ তাঁর অফিসে হাজির হতে নির্দেশ দেন বলে জানা যায়। সেই অনুযায়ী রোগিণী পাঞ্চালী দাস ও তাঁর স্বামী স্বপন দাসকে নিয়ে অজিতবাবু গত ৩ মার্চ বহরমপুরে ড্রাগস কন্‌ট্রোলারের অফিসে গেলে সি এম ও এইচকে দিয়ে রোগিণীকে পরীক্ষা করানো হয়। তিনি নির্দেশ দেন রোগিণীকে নিয়ে কলকাতা ট্রপিক্যাল হাসপাতাল থেকে ব্লাড টেষ্ট করে নিতে। সেই মর্মে সি এম ও এইচ ট্রপিক্যাল মেডিসিন সেন্টারে একটি চিঠিও লিখে তাঁদের হাতে দেন। বাকী ১টি অ্যাম্পুলের একটি নাকি বর্দ্ধমান থেকে কিনে আনা হয়েছে। কিন্তু কারা দুটি অ্যাম্পুল কিনেছেন তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। আরো সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে ড্রাগস কন্‌ট্রোল থেকে সমস্ত ওষুধের দোকানে তল্লাসী চালানো হবে। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শহরের ওষুধ ব্যবসায়ীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। গত ৫ মার্চ কেমিষ্ট এণ্ড ড্রাগিষ্ট এ্যাসোশিয়েশন রঘুনাথগঞ্জ জোন এক জরুরী সভা ডাকেন এবং কিভাবে এ অবস্থার মোকাবিলা করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন বলে জানা যায়।

জবরদখলে সঙ্কীর্ণ

(১ম পাতার পর)

মালিকানায় চলে যাচ্ছে। ফলে রাস্তার উন্নতি হবার আর কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পি ডাব্লু ডি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। কিন্তু সুদূর মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত এক অঞ্চলের রাস্তার বেহাল অবস্থা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অন্যদিকে ঐ বিভাগের কর্মচারীরাও অন্যভাবে রোজগারের টোপে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ থেকে যাচ্ছেন। ফলে জনসাধারণের দুর্ভোগ দিনের দিন বেড়েই চলেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ
বহরমপুর
বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের বাৎসরিক (১৯৮৯-৯০) নিম্নেবর্ণিত ফেরীঘাটগুলি নিম্নবর্ণিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নিলাম ডাকের পূর্বে ঘাটের পার্শ্বে লিখিত আমানতের টাকা এক্জিকিউটিভ অফিসার মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে কোন ব্যাঙ্ক হইতে খরিদ করিয়া নিলাম স্থানে নিলামের পূর্বে জমা দিতে হইবে।

গুজারঘাটের নাম	আমানত
১। রাণীনগর কাশিয়াডাঙ্গা	৩৮০০-০০
২। রাতুরী বাঘা	২৮০-০০
৩। খড়খড়ি গদাইপুর	৪৪০-০০
৪। দফরপুর	২২,৭৭৫-০০
৫। অ থুরা (বর্ষাতি)	৭৫-০০

নিলাম স্থান—মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের রঘুনাথগঞ্জ ডাকবাংলো এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ অফিস, বহরমপুর।

বিস্তারিত বিবরণ পাইবার স্থান— ঐ

তারিখ—ইংরাজি ১৮-৩-৮৯ বাংলা ৪ঠা চৈত্র ১৩৯৫

সময়—বেলা ১টা

জে, এন, চক্রবর্ত্তী
জেলা বাস্তুকার, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চ্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক শাখা অফিসসহ) ১৯৮৯-৯০ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিলড্ টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেণ্ডার ১৯৮৯ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ৩১শে মার্চ, ১৯৮৯ তারিখেই উপস্থিত টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোনও কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন।

ইতি—

তারিখ, অরঙ্গাবাদ
২৮-২-৮৯

স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত
সেক্রেটারী, ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি
মার্চ্চেন্টস্ এসোসিয়েশন

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN : 742236

Ref, No. FS : 42 : O & M : Contracts : 524/

Sealed tenders are invited from experienced contractor, for the following work. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents.

The documents will be on sale from 9-00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs. to 16-00 hrs. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers of their authorised representatives.

Sl. No.	Name of work	Approx. value of work	Amt of EMD/Cost of tender paper	Completion period	Date & time of opening
01.	Supply and Erection of wear resistant moulded rubber liners in chutes and hoppers for transfer point-1 and transfer point-2 of CHP.	Rs. 10.4 lakhs	Rs. 21,000/- Rs. 100/-	Four months	31-03-89 at 15-00 hrs.

Terms and Conditions :

1. Tender documents will be available on sale from 14-03-89 to 30-03-89.
2. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender froms and should be submitted along-with the tender,
3. Interested parties are advised to visit site for familiarise with the site conditions.
4. Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained, Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form. Earnest money of Rs. 21,000/- enclosed should clearly be wtitten on the top of envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened will be returned to the tenderer(s).
5. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
6. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer & reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.
7. Tender paper will be issued to those parties only who are the authorised manufacturer of wear resistance rubber liner and having relevent experience to executive this type of job.

Dy. Supd. (O & M/MTP)

সি পি এমের পদযাত্রা

রঘুনাথগঞ্জ : সি পি এমের জোনাল কমিটির নেতৃত্বে জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে ফরাক্কা জি এম অফিস পর্যন্ত এক গণ পদযাত্রার শুরু হয় গত ৪ মার্চ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩ দফা দাবী—গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, ফিডার ক্যানেলের জমা জল নিষ্কাশন এবং তাবাপুরে অনুমোদিত ও সাজুর মোড়ে প্রস্তাবিত হাসপাতাল নির্মাণের দাবীতে এই পদযাত্রা। পদযাত্রা শুরু করার পূর্বে জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা কমিটির সম্পাদক মধু বাগ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্মল মুখার্জী, বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন, জোনাল কমিটির সম্পাদক বিধায়ক তোয়াব আলি এবং পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে। দাবী ব্যানার ও দলীয় পতাকায় সুসজ্জিত ৬টি ব্লকের ৩০০ জন পদযাত্রী যাত্রা শুরু করেন বেলা ২টা নাগাদ। তিনদিনের পদযাত্রায় পদযাত্রীরা বিশ্রাম নেন সুরপুর, সাদিকপুর, অরঙ্গাবাদ, কাঁকুড়িয়া, ধুলিয়ান ও অর্জুনপুরে। প্রতিটি স্থানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ মার্চ সমাপ্তি দিবসে জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের সামনে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক তোয়াব আলি। সভা শেষে প্রতিনিধি দল তিন দফা দাবী নিয়ে এক স্মারকলিপি জি এমের হাতে তুলে দেন।

বিদায় সম্বর্দ্ধনা সভা

দফরপুর : রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত বিদায় সম্বর্দ্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে সম্প্রতি নূতনগঞ্জ নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ সাহার বিদায় সম্বর্দ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মালডোবা পি কে হাই স্কুলের শিক্ষক অমিয়কান্তি দে। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ বিঃ) সুদর্শন ভট্টাচার্য ও জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, উপেন্দ্রনাথ সাহাকে গত বছর শিক্ষক দিবসে কৃতি শিক্ষকের সম্মান জানিয়ে জেলা পর্ষদের পক্ষ থেকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। আরো উল্লেখ্য, নূতনগঞ্জ নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় ১৯৮৮ সালে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। বিদায় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রামের বহু শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক উপস্থিত থেকে বিদায়ী শিক্ষককে সম্বর্দ্ধনা জানান।

ক্রীড়া দিবস উদযাপন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২২ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় ১ ব্লক যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ও স্থানীয় ক্লাব সমূহের সহায়তায় এখানে রাজ্য ক্রীড়া দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে নেলসন ম্যাণ্ডেলার মুক্তির দাবীতে এক দৌড় প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ক্লাব সমূহের সদস্যগণ অংশ নেন। দৌড় মিছিল শুরু হওয়ার পূর্বে উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মৃণাল সেনগুপ্ত। ব্লক যুব আধিকারিক কুনাল রায় ক্রীড়া দিবসের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং নেলসন ম্যাণ্ডেলার সংগ্রামী জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। এস ডি ও কোর্ট ময়দান থেকে দৌড় মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পুনরায় কোর্ট ময়দানে ফিরে আসে।

(তথ্য দপ্তর)

পিয়ারলেসের লোক্যাল কর্মচারী সমিতি

বহরমপুর : গত ২ ফেব্রুয়ারী পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ এর কর্মচারী সমিতির লোক্যাল কার্যকরী সমিতি নির্বাচন সমাপ্ত হলো। সভাপতি সুকমল দত্ত রায়, তাপসকুমার দে সম্পাদক ও অনুপম রায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

রাষ্ট্রভাষা মহাবিদ্যালয়ের কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : হিন্দী ভাষা শিক্ষার সুব্যবস্থাকল্পে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে প্রতি রবিবার বিকাল ১-৩০ মিঃ থেকে ৪টা, সকালে শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে ৭টা থেকে ১০টা এবং শনিবার বিকাল ২টা থেকে ৪-৩০টায় মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলে হিন্দী শিক্ষার ক্লাস চলছে। ঐ সব কেন্দ্রে প্রাথমিক থেকে কোবিদ পর্যন্ত পড়ানো ও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। শিক্ষার্থী ছাত্রদের প্রচারক কৃপাসিন্ধু পাণ্ডের সঙ্গে ক্লাস চলাকালীন ঐ সব কেন্দ্রে কিংবা প্রচারক পাণ্ডের শ্রীকান্তবাটী বাড়ীতে যোগাযোগ করতে জানানো হয়েছে।

বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কোন অস্তিত্ব নেই। শুধু মাত্র সাইন বোর্ডটুকু আছে। এই সমিতিতে পাওয়া সরকারী প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ষ্টক পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। খাদি কমিশন ঐ সমিতিকে আর কোন ঋণ দিচ্ছেন না এবং তিনি যাতে সরাসরি কোন কাজ করতে না পারেন তার জন্য একজন অফিসারও ঐ সমিতিতে নিয়োগ করেছেন। সমিতির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় একশ জন সূতা তৈরীর ষ্টাফ এবং ৪০ জন সাধারণ কর্মী একেবারে বেকার হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শহর ও গ্রামাঞ্চলের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার সমিতির কার্যকলাপকে সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং প্রশাসনের কাছে এই সংস্থার কাজকর্ম সম্বন্ধে তদন্ত করে সঠিক তথ্য নির্দ্ধারণ করার দাবী জানাচ্ছেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায় পিতা শ্রীবিশ্বনাথ রায় সাং ২নং থানা রোড গোরাবাজার, পোঃ বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ আমার শ্বশুর মহাশয় শ্রীশ্যামাপদ ত্রিবেদী পিতা ৺পূর্ণচন্দ্র ত্রিবেদী সাং জঙ্গিপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ কর্তৃক তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সকল দেখাশুনা করার জন্য এবং প্রয়োজনে তাহা বিক্রয় করার জন্য রেজিষ্ট্রিযুক্ত দলিল মূলে আম মোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। তিনি তাহার বাটী ও বাটীর সংলগ্ন বাগানের অংশ এবং আরো কতক সম্পত্তি আমার স্ত্রী ও পুত্রগণকে রেজিষ্ট্রিযুক্ত দানপত্র দলিল মূলে দান করিয়াছেন। ঐ গুলিও আমি দেখাশুনা করিয়া থাকি। তাহা ছাড়াও তিনি একখানি রেজিষ্ট্রী উইল করিয়াছেন। যদি কেহ শ্রীশ্যামাপদ ত্রিবেদী মহাশয়ের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক থাকেন তাহা হইলে তিনি আমার সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। তাহা না করিয়া অপর কাহারো সহিত কোন ব্যবস্থা করেন সেরূপ ক্ষেত্রে তাহা মূল্যহীন হইবে এবং যিনি ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রয়াসী হইবেন তিনি যথাবিহিত ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডণীয় হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায়,
সাং গোরাবাজার,
বহরমপুর (পঃ বঃ)।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দফরপুর : গত ২২ ফেব্রুয়ারী মালডোবা পঙ্কজকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন—রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বিডিও মৃণাল সেনগুপ্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্মল মুনিয়া এবং ব্লক যুব কল্যাণ আধিকারিক কুনাল কান্তি রায়। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র ছাড়াও বহু প্রাক্তন ছাত্র অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি প্রধান অতিথি এবং এতদঞ্চলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ সাহা ভাষণ দেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সাগরদীঘির অধীন খাটুয়া গ্রামে অধিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রীবালকনাথ জিউ ওরফে বালকনাথ শিব ঠাকুর প্রশংসিত দেব ঠাকুর পক্ষে খটুয়া গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী পিতা সুধীরচন্দ্র গাঙ্গুলী সাং দেবীপুর থানা জিয়াগঞ্জ সিংহেশ্বর মণ্ডল পিতা ভূপতিভূষণ মণ্ডল, মদনমোহন মণ্ডল পিতা মৃত উমেশচন্দ্র মণ্ডল, সত্যনারায়ণ ঘোষ পিতা মৃত সুধাকৃষ্ণ ঘোষ, অম্বুজকুমার মণ্ডল পিতা নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল পিতা মৃত কালিপদ মণ্ডল সকলের সাং খাটুয়া থানা সাগরদীঘি মহাশয়গণ মাতব্বর স্বরূপে থানা সাগরদীঘির অধীন খাটুয়া মৌজার ৯৩৪নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৯৯১নং দাগের ৪৯ শতক, ৪০৩২ নং দাগের ০৬ শতক ৯৮১নং দাগের ১৫ শতক ৭৩২নং দাগের ৯২ শতক মধ্যে ৪৬ শতক এবং ৯৩৫নং খতিয়ান ভুক্ত ৫০নং দাগের ৭২ শতক, ৭৩২নং দাগের ৯২ শতক মধ্যে ৪৬ শতক, ৪৬নং দাগের ৩০ শতক, ৩৯৫৫নং দাগের ১-৩৩ শতক, ৪০০৭নং দাগের ৩২ শতক ও ৪০৬০নং দাগের ৯৮ শতক একুনে ৫ ২৭ পাঁচ একর সাতাশ শতক সম্পত্তিতে উক্ত প্রশংসিত দেব ঠাকুরের স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দাবীতে জেলা মুর্শিদাবাদের অধীন থানা জিয়াগঞ্জের অন্তর্গত দেবীপুর সাকিমের মৃত ভগবতীচরণ গাঙ্গুলীর পুত্র বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করতঃ জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতে ১৯৮০ সালের ২৬১নং স্বত্ব মোকর্দমা আনয়ন করিয়াছেন তাহার দিন আগামী ১৮-৩-৮৯ তারিখে ধার্য্য আছে। তাহাতে খাটুয়া গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে যে কোন ব্যক্তি বাদী বা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকর্দমা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

বাই অর্ডার
সেরেস্তাদার
২য় মুন্সেফী আদালত, জঙ্গিপুর।

ছাত্ররা নির্ব্বাচনের দিন পাণ্টাতে রাজী নয়

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন স্থির হয় ১৭ মার্চ। সেই অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র দাখিল, নাম প্রত্যাহার প্রভৃতি নিয়মমাফিক কাজও সম্পন্ন হয়। কিন্তু হঠাৎ এস, ডি, ও পুলিশের অভাব দেখিয়ে নির্ব্বাচনের দিন পিছিয়ে দিতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। ছাত্ররা নির্ব্বাচনের দিন পিছিয়ে দিতে কোন ক্রমেই সম্মত নয়। ঘটনা দেখে শুনে দিন পিছোলে অবস্থা জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ আশংকা করছেন। তাঁরা সমস্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ডি, এমকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এবং আগামী ৯ মা; শিক্ষক, অশিক্ষক ও ছাত্রদের এক জরুরী সভা ডেকে সুষ্ঠু প্রতিবিধানের জন্য আলোচনায় বসছেন। গোপন এক সূত্র থেকে জানা যায় নির্বাচনের তারিখ আগামী ১৯ মার্চ রবিবার নির্দিষ্ট হতে পারে।

কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার

নবারুণ পয়েন্ট : গত ৬ মার্চ ফরাক্কা তাপ বিদ্যুতের কাজে নিযুক্ত ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া কনস্‌ট্রাকসন কোম্পানীর কলোনীতে এক হামলায় কোম্পানীর এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার আর, এন, শর্মা এবং প্রোজেক্ট অফিসার এস. কে. বিশ্বাস আহত হন। খবর. ঘটনার দিন কোম্পানীর অফিসারেরা কাজ চালানোর ক্ষেত্রে নানা বাধার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁদের অফিস ঘরে আলোচনা চালা চ্ছিলেন। সেই সময় কংগ্রেসের জনৈক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তিলডাঙ্গার মাইনুল হক প্রায় আড়াই শো বিক্ষুব্ধ লোকসহ কলোনীর অফিস ঘরে প্রবেশ করে অফিসারদের মারধোর ও চেয়ারটেবিল ভাঙচুর করে। পুলিশ এই ঘটনায় মাইনুলসহ ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
এস এণ্ড টি সমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও
জঙ্গিপুরে সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

আদেশ মানা হয়নি

(১ম পাতার পর)

শ্রীধরপুর গ্রামের জনৈক সের মহম্মদ জেলা শাসক ও বিডিওর দুটি মেমোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এ্যাডভোকেট সুশান্ত মুখার্জী মারফৎ মহামান্য হাইকোর্টে মৌলিক অধিকার খর্ব করার কারণ দেখিয়ে ১৩-২-৮৯ ২২৬ ধারার এক আবেদন দাখিল করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য বিচারক কে এম ইউসুফ ১৪-২-৮৯ হেয়ারিং এর আদেশ দেন। ওই হেয়ারিং আদেশেই হাইকোর্ট কুরবান আলিকে প্রধান হিসাবে শুধুমাত্র দৈনন্দিন সাধারণ কাজ চালাবার অধিকার দেন। কিন্তু কোন নীতিগত কারবার বা অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কাজ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। মহামান্য হাইকোর্ট আদেশে নির্দেশ দেন—যদি সে রকম প্রয়োজন দেখা দেয় তবে উর্দ্ধতন সরকারী প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তি সে ব্যাপারে স্বয়ং ব্যবস্থা নিতে পারবেন। হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাশীঘ্র উপযুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান ও উপপ্রধান নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করতেও আদেশ দেন। কিন্তু হাইকোর্টের সেই আদেশকে যথাযথ মর্য্যাদা না দিয়ে প্রধান ও উপপ্রধানের নির্বাচন হয়ে গেল বলে খবর। ঐ সভায় নাকি সরকার পক্ষ থেকে কোন পরিদর্শক বা প্রিজাইডিং অফিসার দেওয়া হয়নি। প্রধান কুরবান আলি নিজেই ভোট পরিচালনা করেন; যদিও তিনি নিজেই একজন প্রার্থী ছিলেন। বিডিও উপস্থিত না থেকেও ১নং ফরম পূরণ করে কুরবান আলি প্রধান এবং শ্যামল দাস উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন বলে জেলা শাসককে জানিয়ে দেন। বিক্ষুব্ধ বিরোধী পক্ষের অভিযোগ, বে-আইনী জেনেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের চাপে বিডিও সবকিছু মেনে নিতে বাধ্য হন।

মুর্শিদাবাদ
ও
বীরভূম জেলার
একমাত্র
অনুমোদিত
ষ্টকিষ্ট :
★
সাহা ওয়াচ
কোম্পানী
★
ফুলতলা মোড়
রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

কিনুন
আপনার সব
সময়ের সব চাইতে
পছন্দের

অলউইন
ঘড়ি
সিকো
লাইসেন্সে প্রস্তুত
(দম দেওয়া • স্বয়ংক্রিয় • কোয়ার্টজ)
aia 3499 A

পশ্চিমবঙ্গের সিমেন্ট একটি
যাতে আছে স্টীলের শক্তি

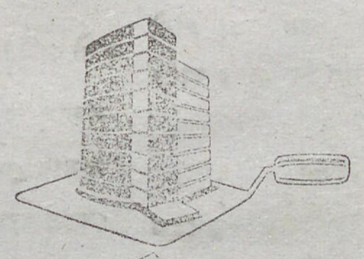

দুর্গাপুর
সিমেন্ট
একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান
ফ্যাক্টরী : দুর্গাপুর-৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
কলকাতা অফিস : বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
DPS/DC 985

সুযোগ নিন। এখন থেকে ঘরে বসেই আপনার দেয়
করের (Tax) রিটার্ণ, আইনানুগ হিসাব (Accounts)
সংরক্ষণ এমন কি অডিট করিয়ে নিন।
যোগাযোগ—
শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী
প্রযত্নে বিশ্বপতি চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অজয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।